শাহেদ-তানহার অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক

মীর সাব্বির পরিচালিত প্রথম সিনেমা ‘রাত জাগা ফুল’২১ জানুয়ারি থেকে চতুর্থ সপ্তাহেও বেশ কয়েকটি সিনেমা হলে চলবে। সরকারি অনুদানে মীর সাব্বিরের কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য, গীত রচনা ও পরিচালনায় ‘রাত জাগা ফুল’সিনেমাটি এরই মধ্যে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

তবে এ সিনেমার গল্প যে দুটি চরিত্রকে ঘিরে মূলত এগিয়ে গেছে তারা হলেন- শাহেদ শাহারিয়ার ও তানিন তানহা। সিনেমাতে দুজনের অভিষেক হয়েছে ‘রাত জাগা ফুল’দিয়ে। নতুন হিসেবে দুজনের অনবদ্য অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করেছে।

শাহেদ শাহারিয়ার মিলন চরিত্রে এবং তানিন তানহা ফুলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাদের দুজন প্রসঙ্গে মীর সাব্বির বলেন, দুজনের অভিনয়ই আমার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে। নির্মাতা হিসেবে তাদের দুজনের অভিনয়ে আমি তৃপ্ত।

তানিন তানহার চোখ কথা বলে। এটা অনেক বড় পজিটিভ বিষয়। শাহেদের ভেতর এক ধরনের সরলতা আছে। তাকে প্রপারলি গাইড করা গেলে সে অনেক বড় অভিনেতা হিসেবে দাঁড়াতে পারবে। তানিন তানহা ভালোলাগার মতোই একজন শিল্পী, অভিনেত্রী।

তানিন তানহা বলেন, গল্পটা মূলত আমাকে অর্থাৎ ফুলিকে ঘিরেই। সিনেমাটি মুক্তির পর অনেক অনেক প্রশংসা পাচ্ছি। বলা যায় প্রায় প্রতিদিনিই অনেক ইমোশনাল হচ্ছি। আমার আম্মুকে নিয়ে সিনেমাটি দেখতে গিয়েছিলাম। আম্মু আমাকে একটি কথাই বলেছিলেন যে, তুমি এমন সিনেমা আরও করবা।

শাহেদ শাহারিয়ার বলেন, যেহেতু এটা আমার প্রথম সিনেমা তাই এ সিনেমার সঙ্গে অনেক আবেগ ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা।

উল্লেখ্য, শাহেদ শাহারিয়ার ও তানিন তানহা দুজনই সালাহ উদ্দিন লাভলুর ‘সোনার পাখি রূপার পাখি’ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন। ২০১৪ সালের লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টারের শীর্ষ দশে ছিলেন তানিন

তানহা। সেরা নাচিয়ে সিজন টুতে (২০১৩-২০১৪) টপ টেনে ছিলেন শাহেদ শাহারিয়ার। এদিকে তানিন তানহার মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ‘অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া’ও ‘প্রিয়াংকা’সিনেমা দুটি।

কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশের যুবারা

চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এবারের অনুর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ঘিরে অনেক আশা।

বর্তমান চ্যাম্পিয়নের খেতাব নিয়ে খেলতে নেমে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খায় বাংলাদেশ দল। ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে ইংল্যান্ডের কাছে হারে । তবে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশের যুবারা।

ইফতির ৮৭ রানের হার না মানা ইনিংসের সঙ্গে আইচ মোল্লার অপরাজিত ১৫ রানের কল্যাণে ৮ উইকেটের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

টস জিতে আগে ব্যাট করতে নামে কানাডা অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বাংলাদেশি বোলারদের বোলিংয়ের মুখে সুবিধা করতে পারেনি তারা। ৪৫ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় ১৩৬ রানে। বাংলাদেশের পক্ষে রিপন মণ্ডল ও মেহেরাব হোসেন অহীন নেন সমান চারটি করে উইকেট। বাকি দুটি নেন আশিকুর জামান।

১৩৭ রানের লক্ষ্য টপকাতে নেমে ইফতেখার হোসেন ইফতির ফিফটি ও প্রান্তিক নওরোজ নাবিল ৩৩ রানের ইনিংসে ৮ উইকেট এবং ১১৯ বল হাতে রেখেই জয়ে দিকে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা।

এদিন ব্যাট করতে নেমে পাওয়ার প্লের ১০ ওভারে কোনো উইকেট হারায়নি তারা। তবে ১১তম ওভারের প্রথম বলেই রিপন মণ্ডলের শিকার

হয়ে সাজঘরে ফেরেন জাশ শাহ। ২৭ বল খেলে ৮ রান করেন এই ওপেনার। অপর প্রান্তে অনুপ চাকমা সাবধানে খেলতে থাকেন।

তবে তাকে দর্শকের ভূমিকায় রেখে সতীর্থরা একে একে ফিরতে থাকেন সাজঘরে। ১২৬ রানে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে অনুপ সাজঘরে ফেরার আগে ১১৭ বলের মোকাবিলায় ৬৩ রান করেন। যেখানে ৭টি চার আসে তার ব্যাট থেকে। পরে কানাডা থামকে যায় ১৩৬ রানে।

জবাব দিতে ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম আউট হন ১২ রান করে। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে দলকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান ইফতি ও প্রান্তিক। দ্বিতীয় উইকেটে তাদের পার্টনারশিপ থেকে আসে ৭৬ রান। প্রান্তিক ৫২ বল খেলে ৩৩ রানে আউট হলে ভাঙে তাদের জোড়া। পরে ফিফটি তুলে নেন ইফতি। অপরাজিত থাকেন ৬১ রান করে।

হারিয়ে যাওয়া প্রতিবন্ধী যুবকের সন্ধান চাই মা

বিধবা মা মরিয়ম বেগম প্রায় পাঁচ মাস আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় আজও পথ চেয়ে বসে আছে। তার বিশ্বাস আবার তার ছেলে ফিরে এসে মা বলে ডাকবে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পানামী গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী মোঃ জিহাদুর রহমান লায়ন (২৮) গত বছরের ২৭আগস্ট পাশের দোকানে ওষুধ কিনার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি। অনেক খোজাখুজির পরেও তাকে কোথাও আর পাওয়া যায়নি। থানায় জিডিসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার পরিবারের লোকজন তার সন্ধান চেয়েছে কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন সন্ধান মেলেনি।

তার ভাই আলামিন হোসেন হিটলার বলেন আমার ছোট ভাই এসএসসি পাশ করার পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে এদেকি সেদিক চলে যায় আবার ফিরে আসে। কিন্তু এবার প্রায় ৫মাস হতে গেল কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, কোন সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ পেয়ে

থাকলে আমাদের মোবাইলে জানালে উপকৃত হবো। যোগাযোগের জন্য মোবাইল নং ভাই হিটলার-০১৯১২৯৫০৩০৩ এবং ভাই বিপ্লব হোসেন-০১৭১০৯৬২৯৯৮।

যত আসন তত যাত্রী পরিবহণের সিদ্ধান্ত

করোনা প্রতিরোধে গণপরিবহণে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে চলাচলের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটি থেকে সরে এসেছে সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গণপরিবহণে যত আসন রয়েছে তত যাত্রী পরিবহণ করা হবে। বিধিনিষেধ শুরু দিনই বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত বদলের খবর এলো।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির সভাপতি খন্দকার এনায়েত উল্লাহ গণমাধ্যমকে বলেন, বিআরটিএ চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন শনিবার থেকে গণপরিবহণের যত আসন রয়েছে তত যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে। কারণ অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচল করলে পরিবহণ সংকট দেখা দেয়।

এক্ষেত্রে যাত্রী এবং পরিবহণ চালক ও হেলপারদের কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করতে বলা হয়েছে। এই পরিবহণ নেতা বলেন, আমরা সব পরিবহণ মালিকদের বিআরটিএর এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষেত্রে যারা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মানবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। এতে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নতুন করে ১১ দফা নির্দেশনা দিয়েছে সরকার।

এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছে। সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিধিনিষেধ কার্যকরের তারিখসহ

সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে। আর সব ধরনের যানবাহনের চালক ও সহকারীদের আবশ্যিকভাবে করোনার টিকার সনদ থাকতে হবে।

গত সোমবার (১০ জানুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা ওই প্রজ্ঞাপনে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৩ জানুয়ারি থেকে মোট আসনের অর্ধেক যাত্রী নিয়ে বাস চলাচলের নির্দেশনা দেওয়া হয়। ওই নির্দেশনার পর থেকেই ভাড়া বাড়ানোর জন্য সরকারের ওপর চাপ দেওয়া শুরু করেন বাস মালিকরা। এ পরিস্থিতিতে

বিআরটিএ প্রধান কার্যালয় বনানীতে বুধবার বিকালে ৯১২ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে বৈঠকে বসেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার। মালিক শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিআরটিএ চেয়ারম্যান জানান, শনিবার থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক সিট ফাঁকা রেখে যাত্রী নিয়ে গণপরিবহণ চলবে। ভাড়া বাড়বে না।

বিদ্যমান ভাড়ায় যাত্রী পরিবহণ করতে হবে। তবে মালিকরা সরকারের কাছে যত সিট তত যাত্রী নিয়ে চালানোর অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিআরটিএ’র ঘোষণার পরের দিনই সিন্ধান্ত বদল হয়ে যত আসন তত যাত্রী পরিবহণের সিদ্ধান্ত এলো।

ভাড়া বাড়ছে না, শনিবার থেকে বাসে অর্ধেক যাত্রী

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মেনে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে শনিবার থেকে বাস চলাচল করবে। এ জন্য ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে না। গতকাল বুধবার বনানীতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রধান কার্যালয়ে পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠক শেষ বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, যত আসন তত যাত্রী পরিবহন করার

দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের এই দাবি বিবেচনার জন্য সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিআরটিএ। দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বাস, ট্রেন ও লঞ্চে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনসহ ১১ দফা নির্দেশনা দিয়েছে সরকার।

এর আওতায় সারা দেশে সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাবেশ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। বিআরটিএ কার্যালয়ে বৈঠকে উপস্থিত সূত্র জানায়, পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকনেতারা বলেছেন, সবকিছু খোলা রেখে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস চালালে গণপরিবহনে সংকট তৈরি হবে। যাত্রীরা বাস পাবে না।

এ ছাড়া পরিবহনমালিক–শ্রমিকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যত আসন তত যাত্রী পরিবহন করলে সংকট কিছুটা কম হবে। এ পরিস্থিতিতে বিআরটিএর চেয়ারম্যান পরিবহন খাতের নেতাদের আশ্বস্ত করেন যে তাঁদের দাবিটি প্রস্তাব আকারে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তাঁরা সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

বিআরটিএর সূত্র বলছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস চালানোর যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা মানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরপরও যত আসন তত যাত্রীর দাবিটি বিবেচনায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ যত আসন তত যাত্রীর দাবি সরকার আমলে না নিলে শনিবার থেকে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখেই বাস চলবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ বলেন, বাস্তবতা বিবেচনা করে যত আসন তত যাত্রীর প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছেন। এতে সরকার সায় দিলে পরিবহনে সংকট হবে না। তিনি জানান, সব চালক ও সহকারীকে টিকার আওতায় আনার বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন।

এ জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহনশ্রমিকদের টিকাদান কর্মসূচি শুরুর দাবি জানানো হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাসে স্যানিটাইজার রাখা, মাস্ক পরা নিশ্চিত করা—এসব বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন।

দেড় বছর কারাভোগ শেষে মা ও মেয়ের দর্শনা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরত

বাংলাদেশে দেড় বছর কারাভোগ শেষে নিজ দেশ ভারতে আপন ঠিকানায় ফেরত গেলেন ভারতীয় দুই নাগরিক মা গোলে বিবি ও মেয়ে ছায়া খাতুন ওরফে শোভা।

সোমবার বেলা ১১টার দিকে দর্শনা জয়নগর ও ভারতের গেদে সীমান্তের আন্তর্জাতিক চেকপোষ্টের শূন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ভারতীয় দুই নারী মা গোলে বিবি ও তার মেয়ে ছায়া খাতুন শোভাকে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

তারা হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কেষ্টগঞ্জ থানার বানপুর কুলোপাড়া গ্রামের শাসসুল মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ গোলে বিবি (৩৫) ও তার মেয়ে মোছাঃ ছায়া খাতুন শোভা (১৮)।

তারা ২০২০ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর অবৈধ্যভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার গোয়ালপাড়া গ্রামে ডাক্তার দেখাতে এসে বিজিবির কাছে আটক হয়। এরপর অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের জেল হয়। তারপর থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে ছিলেন তারা।

গোলে বিবি জানান, তাদের কুলোপাড়া গ্রামটি ভারতের কাঁটাতারের বাইরে পড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী গ্রামে চিকিৎসাসহ জরুরি প্রয়োজনে তাদের যেতে হয়। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখাতে বাংলাদেশে বিনা পাসপোর্টে গিয়ে বিজিবি তাদের আটক করে। তবে কারাগারে কোনো অসুবিধা হয়নি।

মুক্তি পেয়ে দেশে পরিবারের কাছে ফিরতে পারছি খুব ভালো লাগছে। বের হওয়ার সময় জেলার সাহেব আমাদেরকে নতুন পোশাক দিয়ে দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি হয়েছি।

এ হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সময় দর্শনা চেকপোস্টের শুণ্যরেখায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির দর্শনা কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার শহিদুল ইসলাম, চেকপোস্ট বিজিবি কমান্ডার হাবিলদার লোকমান হাকিম, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আব্দুল আলীম, দর্শনা থানার এসআই মাহমুদুল হাসান, জেলা বিশেষ গোয়েন্দা শাখা দর্শনা জোন কামাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের কারারক্ষি হেলাল উদ্দিন।

ভারতের গেদে কোম্পানি কমান্ডার এসি শ্রী নাগেন্দার পাল, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর বাবিন মুখার্জি, গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মিঃ সন্দীপ মুখার্জী, গেদে কাস্টম ইনচার্জ শ্রী শুভেন্দ্র, এনজিওর কর্মকর্তা শ্রী কৃষ্ণ ঘোষ সহ বিজিবি-বিএসএফ, ভারতীয় ইমিগ্রেশন এবং দর্শনা থানা, ইমিগ্রশনের সদস্যরা।

অপারেশনের ২০ বছর পর বাচেনার পেট থেকে বের করা হলো কাঁচি

অস্ত্রোপচারের পর পেটে সার্জিক্যাল আর্টারি রেখে দেন চিকিৎসক। এভাবে চলে দীর্ঘ ২০ বছর।

অবশেষে বাচেনা খাতুনের পেট থেকে সোমবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই সার্জিক্যাল আরটারি অপসারণ করা হয়েছে।

নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন। তার তত্ত্বাবধায়নে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাচেনা খাতুন। বাচেনা খাতুন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাপানিয়া গ্রামের আব্দুল হামিদের স্ত্রী।

এর আগে গত ৩ জানুয়ারি দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমে অসুস্থ বাচেনা খাতুনকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগে হইচই পড়ে যায়। পরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়।

৪ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের নারী সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হন বাচেনা খাতুন। এরপর থেকে পেটের যন্ত্রণা বেড়ে যায় আরও বেশি। ডায়াবেটিস পরীক্ষাসহ খাবার কিনতে কিনতে একেবারে নিঃস্ব তিনি।

২০ বছর আগে মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিক থেকে অপারেশন করা হয়েছিল বাচেনা খাতুনের পিত্তথলির পাথর। সেই ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ সব খরচ বহনের আশ্বাস দিয়েছেন বাচেনা খাতুন ও তার পরিবার। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকসের কারণে অস্ত্রোপচার বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিল। আজ ডায়াবেটিকস পরীক্ষার পর দুপুর ১২টার দিকে অস্ত্রোপচার শুরু হয়। দুপুর সোয়া একটার দিকে তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট (সিনিয়র) ডা. ওয়ালিউর রহমান বলেন, ৪ জানুয়ারি থেকে বাচেনা খাতুনকে আমরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছি। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকসের জন্য অস্ত্রোপচার পিছিয়ে যাচ্ছিল। ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় আজ তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তার পেট থেকে সার্জিক্যাল আর্টারি আপসারণ করা হয়েছে।

বাচেনা খাতুনের স্বজনেরা বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর যাবত বাচেনা খাতুন কষ্ট করে গেছেন। অপারেশনের পর থেকেই শুরু হয় তীব্র ব্যথা। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে জানালেও তারা গুরুত্ব দেননি। চিকিৎসা করতে গিয়ে হতে হয়েছে নিঃস্ব। চিকিৎসকের ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে দীর্ঘ ২০ বছর। তাকে চিকিৎসা প্রদানসহ ক্ষতিপূরণের দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। পরে রাজা ক্লিনিকের সত্বাধিকারি ডা.পারভিয়াস হোসেন রাজা ভুক্তভোগীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নেন।

উল্লেখ্য, সহায়-সম্বল বিক্রি করে ২০০২ সালের ২৫ মার্চ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাজা ক্লিনিকে পিত্তথলির পাথর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন বাচেনা খাতুন। অস্ত্রোপচার করেছিলেন সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সঙ্গে সহকারী হিসেবে ছিলেন রাজা ক্লিনিকের পরিচালক ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু সুস্থ হতে পারেননি বাচেনা খাতুন। পেটের ব্যথা নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বছরের পর বছর ডাক্তারের কাছে ছুটেছেন তিনি। খুইয়েছেন অর্থ-সম্পদ। অবশেষে ২০-২৫ দিন আগে রাজশাহীর একটি

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক্স-রে করালে পেটে কাঁচির সন্ধান পাওয়া যায়। এটিকে মূলত মেডিকেলের ভাষায় সার্জিক্যাল আরটারি বলা হয়। এ নিয়ে এলাকায় হইচই পড়ে।

অস্ত্রোপচারের সময় পেটের মধ্যে সার্জিক্যাল আরটারি রেখেই সেলাই করে দিয়েছিলেন চিকিৎসক। পুনরায় ডা. রাজার শরণাপন্ন হলে তিনি ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা বলে ফেরত পাঠান। চিকিৎসকের কাছে পাত্তা না পেয়ে বাচেনার পেটের যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। পরে আবার ডা. রাজার সঙ্গে দেখা করেও কোনো লাভ হয়নি। পরে সুস্থ হতে বিভিন্ন এলাকার চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেন বাচেনা খাতুন। ১০ কাঠা জমি বিক্রি করে পিত্তথলির পাথর অপারেশনের পরও বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করতে হয় সংসারের শেষ সম্বল দুটি গরু।

এদিকে ৫ জানুয়ারি অস্ত্রোপচার করা চিকিৎসক ও ক্লিনিক মালিকের বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর গাংনীর সেই রাজা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান এই কর্মকর্তা।

চেয়ারম্যান প্রার্থী শুকুর আলীর শুভেচ্ছা বিনমিয় ও দলীয় মনোনয় সংগ্রহ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আ.লীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী তিতুদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শুকুর আলী রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য, জেলা আ.লীগের সহ সভাপতি, আলী আজগার টগরের সাথে তার নিজ বাসভবনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সেই সাথে গতকালই দুপুর ১২টার দিকে জেলা আ.লীগের কার্যলয় থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের হাত থেকে

দলীয় প্রতীক নৌকার মনোনয়পত্র সংগ্রহ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা আ.লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক আ.হান্নান মুন্সি, আ.লীগ নেতা হায়দার আলী, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি অনিক জোয়ার্দ্দার প্রমুখ।

মেহেরপুরে সকল জাকের বৃন্দের মানববন্ধন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম চৌধুরী এবং মাদক ব্যবসায়ী তপন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্ব ইসলামের আর্দশের শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত দরবারে রেসালাতে মোজাদ্দেদিয়া চরদিয়া পাক দরবার কল্যাণপুর দৌলতপুর কুষ্টিয়ায় হামলা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে মেহেরপুরে সকল জাকের বৃন্দের আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মুরুব্বি তাহাজুল ইসলামের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত ছিলেন,সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, শহর মুরুব্বি মিজানুর রহমান, মিজান,সেন্টু রহমান, সিদ্দিক আলী সহ প্রমূখ।

হরিণাকুণ্ডুতে ইউপি নির্বাচন

পরবর্তী হামলা-ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ৫ জানুয়ারি ৮টি ইউনিয়নে নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে সংঘাত, বসতবাড়িতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন সুত্রে পাওয়া তথ্যমতে বুধবার ভোট ভোগননার পরদিন ৬জানুয়ারী হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের বিজয়ী মেম্বার প্রার্থী কুরবান আলীর কর্মী সমর্থকরা পরাজিত প্রার্থী কাজী মশিয়ার এর কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালাই।

ভোক্তভোগীদের অভিযোগ, আমরা কাজী মশিয়ারকে ভোট দিয়েছি। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর কুরবান মেম্বার তার দলবল সাথে করে হাসুয়া রামদা নিয়ে আমাদের বসতবাড়িতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। কুরবান মেম্বার ও তার গুন্ডাবাহীনিদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে কোনও পুরুষ মানুষ নেই। থানায় মামলা করেও আমরা নিরাপত্তা হিনতায় ভুগছি। তারা আমাদের প্রতিনিয়ত হুমকি ধামকী দিয়ে যাচ্ছে। এমনকী বাড়ির নারী ও শিশুরাও নিরাপদ নেই। মেয়েদেরকে বাসা থেকে বিবস্ত্র করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার কথাও জানান। এঘটনায় নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার সহ বাড়ীর আসবাবপত্র ভাংচুর করে ৯ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসীরা জানান, দীর্ঘদিনের পুরাতন শত্রুতার জের ধরে বৃহস্পতিবার কাজী মশিউর মেম্বার নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর কুরবান মেম্বারের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধলে মূহুর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। এখনো পর্যন্ত তারা নানা ভাবে ভয় ভিতি দেখিয়ে আসছে বলেও জানা গেছে। সরজমিনে গিয়ে দেখাগেছে পুরুষ শুন্য এলাকায় এখনো থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

এঘটনায় নবনির্বাচিত মেম্বার মোঃ কুরবান আলীর সাথে কথা বলতে গেলে তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে মুঠোফোনে বারবার যোগাযোগ করেও ফোনটি বন্ধ পাওয়ায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।
এব্যাপারে কাপাশহাটীয়া ইউপি চেয়ারম্যান এর ভাই জানান, ঘটনা যায় ঘটুক এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান বর্তমানে আইন-

শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। আসামীদের ধরার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আসামীরা পালাতক রয়েছে বলে জানান এই মামলার তদন্ত কারী কর্মকর্তা এস আই মহাসিন।

এঘটনায় কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু জানান, ঘটনাটি অনাকাংঙ্খিত আমরা এনিয়ে দ্রুতই সামাজিক ভাবে মিমাংশা করতে পারবো বলে আশা করি।